

ফিরে দেখা: ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ (১৯৭৬-২০২৫)

আশফাক হোসেন, কাজী সামিও শীশ, ডেইজি আজার, মোস্তাকিম, সুরাইয়া ইয়াসমিন সূচনা

১৯৭৬ সালের ১৬ মে। রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান লোকে লোকারণ্য। বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুঘলধারে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। সামনে একটা ছোট্ট নীল গাড়ি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি-৯৫ বছরেরও বেশি বয়স্ক, সদ্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া, লাঠিতে ভর করে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ। মাথায় সাদা টুপি, চোখে আঙুন। লাখো গলা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল- “মজলুম জননেতা... মাওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ!”

এই ছবিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ৯০ পেরোনো এক নেতা, যিনি ঘরে বসে থাকার বয়সে ছিলেন, তিনি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ফারাক্কার দিকে। উদ্দেশ্য একটাই-ভারতের ফারাক্কা বাঁধ যেন বাংলাদেশের জনগণের পানির অধিকার কেড়ে না নেয়।

কেন এই লংমার্চ?

ভারত ১৯৭৫ সালে গঙ্গার ওপর ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখা। কিন্তু তার ফল ভয়াবহ-শুকনো মৌসুমে পদ্মায় পানি এসে পৌঁছাত না। গড়াই-মধুমতী-গড়াই নদীগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ-সব ধ্বংসের মুখে। মাওলানা ভাসানী বুঝেছিলেন, এটা শুধু পানির সমস্যা নয়, এটা বাংলাদেশের বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ফিরেই তিনি ঘোষণা দেন-“ভারত যদি পানি না দেয়, আমি ফারাক্কা যাব।” অনেকে ভেবেছিলেন বুড়ো মানুষের উত্তেজনা। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যি ৩১ সদস্যের ‘ফারাক্কা মিছিল পরিচালনা জাতীয় কমিটি’ গঠন করলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখলেন। আর ১৬ মে রাজশাহী থেকে যাত্রা শুরু হলো।

যাত্রাপথ

প্রথম দিন (১৬ মে): রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান থেকে শুরু। মুঘলধারে বৃষ্টি নামল, কিন্তু কেউ পিছু হটল না। ১১ মাইল হেঁটে প্রেমতলী, তারপর আরও ২০ মাইল পেরিয়ে রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

দ্বিতীয় দিন (১৭ মে): সকাল ৮টায় আবার যাত্রা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ → কানসাট → মনকশা → শিবগঞ্জ। পথের দু’ধারে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে। কেউ পানি দিচ্ছে, কেউ খাবার। শেষ পর্যন্ত কানসাটে পৌঁছে জনসভা।

কানসাটের সভায় মাওলানা ভাসানী বললেন, “যদি ভারত আমাদের পানির অধিকার না দেয়, তাহলে আমরা ভারতীয় পণ্য বর্জন করব।”

তিনি আর সীমান্ত পেরোতে দিলেন না। বললেন, “ঝুঁকি নেব না।” এভাবেই লং মার্চের সমাপ্তি ঘটল।

সমকালীন সাক্ষী: বিচিত্রা ফারাক্কা সংখ্যা (২৮ মে ১৯৭৬)

ঘটনার মাত্র ১২ দিন পরেই ‘বিচিত্রা’ ম্যাগাজিন একটি বিশেষ ফারাক্কা সংখ্যা বের করে। কভারে বড় অক্ষরে লেখা-“ফারাক্কা যাত্রা”। ভিতরে ছবি: ভাসানী হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন, লাখো মানুষের মিছিল, বৃষ্টিতে ভেজা পথ, কানসাটের জনসভা, মানচিত্র। সে সংখ্যা আজও ইতিহাসের দলিল (পরিশিষ্টে সংযুক্ত)।

ফিরে দেখা ফারাক্কা লংমার্চ

লংমার্চের পর থেকেই মাওলানা ভাসানীর শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি মারা যান। কিন্তু তার ডাকা আন্দোলন থেমে যায়নি। আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে ১৯৭৭ সালে (গ্যারান্টিব্লক সহ) ১৯৯৬ সালে (গ্যারান্টিব্লক ছাড়া) চুক্তি হয়। যদিও আজও শুষ্ক মৌসুমে পানির হিস্যা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়।

ফারাক্কা লং মার্চ শুধু একটা মিছিল ছিল না। এটা ছিল একটা জাতির আত্মমর্যাদার লড়াই। ৯৫ বছরের এক বৃদ্ধ যখন লাঠি ঠকঠক করে হাঁটতে পারেন লাখো মানুষের সামনে, তখন তা প্রমাণ করে-বয়স কখনো বাধা হয় না যদি উদ্দেশ্য থাকে মজলুমের পক্ষে দাঁড়ানোর।

আজ, পঞ্চাশ বছর পরে গত ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর যখন আমরা রাজশাহী থেকে যাত্রা শুরু করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও কানসাটের পথে পথে জনমানুষের সাথে কথা বলি, ফারাক্কা লংমার্চের অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি এবং বর্তমান প্রজন্মের অনুভূতি জানতে চাই; তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছিল আমরা যেন মওলানার পেছন পেছন হাঁটছি, আর তিনি আমাদের বলছেন বিপন্ন পরিবেশ, প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষার জন্যে অন্তহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা। কারণ ফারাক্কা লং মার্চ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পানি মানে শুধু H₂O নয়, পানি মানে জীবন।

বিচিত্রা
দৈনিক বাংলা প্রকাশনা
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক নূরুল ইসলাম-পাটোয়ারী
১নং ডিআইটি এভিনিউ ঢাকা-২
সম্পাদক কতক মহাদিত ও প্রকাশিত
টোলিফোন : সম্পাদক-২৪০৭১০
দফতর-২৪৪১৪১, ২৪৪১৪২, ২৪৪১৪৩

